সংবাদ

তারিখ 8 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণ দিচ্ছে কাল্ব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্ব) ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষকদের আর্থিক দৈন্যতা নিয়ে কাল্ব'র এ ধরনের উদ্যোগ দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষকদের দৈন্যদশার অবসান ঘটানো এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কাল্ব দীর্ঘদিন ধরে এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি থানাকে একক ধরে থানা শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, কাল্ব প্রথম ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করে সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তী সময় দেশের উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জেলায় থানা শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০টি থানায় শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব থানায় শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হবে।

কাল্ব'র নিয়মিত টিম স্থানীয় শিক্ষকদের ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে অবগত করে। তাদের সংগঠিত করে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করতে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়ে কো-অপারেটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেন। ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রাথমিক পুঁজি সরবরাহ করে কাল্ব। পাশাপাশি সদস্যদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইউনিয়নের সদস্য শিক্ষকরা নিজেরা নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখেন এবং তাদের প্রয়োজনে ইউনিয়ন থেকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে থাকে।

কাল্ব কর্মকর্তারা জানান, ঋণের সুদ কম হওয়ায় এবং শর্ত সহজ হওয়ায় সহসাই তারা ঋণ ফেরত দিতে পারে। শিক্ষকদের ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সঞ্চয় গ্রহণ, ঋণ গ্রহণসহ সব কার্যক্রমই কাল্ব পর্যবেক্ষণ করে। সদস্য শিক্ষকরা নিজেদের সঞ্চয় বা কাল্ব'র দেয়া ঋণ থেকে প্রয়োজনে আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পও পরিচালনা করতে পারে। এ বিষয়ে কাল্ব সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, এ পর্যন্ত গঠিত শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যরা নিজ নিজ ইউনিয়ন থেকে ঋণ গ্রহণ করে যেমন সাময়িক অভাব-অনটন মোচন করতে পেরেছেন তেমনি ঋণ নিয়ে আয় বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনও করেছেন। এছাড়া নিয়মিত সঞ্চয় গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ আর্থিক ভিত্তি তৈরি করছেন। শিক্ষক ঋণ কর্মসূচির আওতায় কাল্ব যদি সারদেশের শিক্ষকদের সংগঠিত করে ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য করতে পারে, তাহলে শিক্ষকদের আর মহাজনদের দ্বারা নিগৃহীত হতে হবে না। এবং ক্রমাগতভাবে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।